
আলাদিন





আলাদিন

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণীত

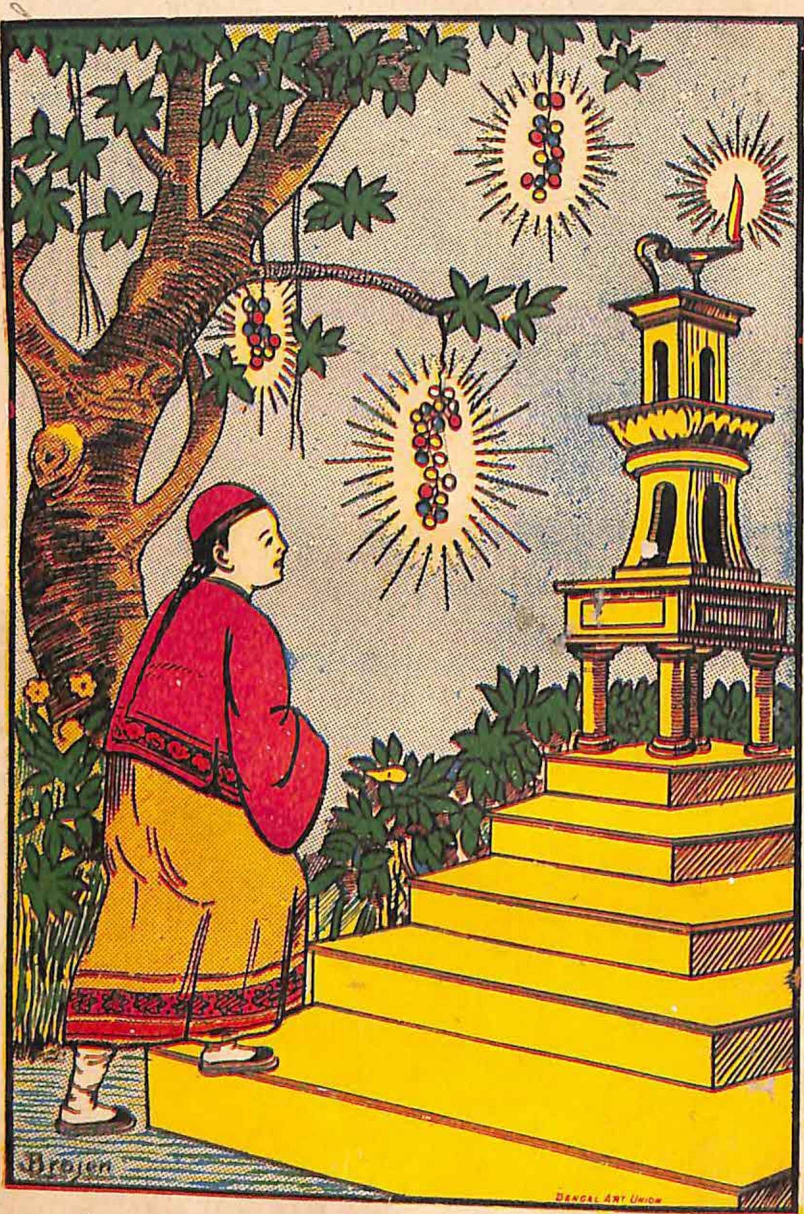
এক টাকা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স, লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা (১২)
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা

পঞ্চম সংস্করণ
১৩৫৮

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা





দেখিল, বেদীর উপর ঝক্‌ঝকে একটি সোনার বাতি জ্বলিতেছে [পৃঃ ১৯



আলাদিন

সেকালে চীনদেশের এক বড় শহরে মুস্তফা নামে একজন দরজী বাস করিত। তাহার পরিবারে তাহার স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে ভিন্ন আর কেহ ছিল না। ছোট দোকানখানিতে সারাদিন সেলাইয়ের কাজ করিয়া সে যাহা রোজগার করিত, তাহা দিয়া এই ছোট পরিবারটিরও খাওয়াপরা ভাল মত চলিত না। কাজেই তাহার দিনগুলি খুব কষ্টেই কাটিত।

মুস্তফার ছেলের নাম আলাদিন। ছেলেবেলা থেকে বাপমায়ের আদর পাইয়া আলাদিন একেবারে কুড়ে ও অকর্ম্মার ধাঁড়ি হইয়া পড়িয়াছিল। সে কাহারও কথা শুনিত না; সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া পাড়ায় উৎপাত করিত, আর রাস্তায় রাস্তায় খেলা করিয়া বেড়াইত।

আলাদিনের বাপ তাহাকে দোকানে নিয়া সেলাইয়ের কাজ শিখাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। সে বড় অমনোযোগী ছিল; কাজ শিখিবার সময় এদিক্-ওদিক্ চাহিত, মুস্তফা অন্য দিকে মন দিলেই সে এক ফাঁকে হঠাৎ দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িত। কাজে এই রকম অমনোযোগিতার জন্য মুস্তফা তাহাকে খুব বকিত, সময় সময় যথেষ্ট মারধরও করিত। কিন্তু তাহাতেও আলাদিনের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। ছেলেকে কিছুতেই পথে আনিতে না পারিয়া, মনের কষ্টে মুস্তফা অসুখে পড়িল, এবং কিছুদিন রোগে ভুগিয় মারা গেল।

আলাদিনের বিধবা মা ছেলেকে দরজীর কাজে একেবারে অনুপযুক্ত দেখিয়া দোকান উঠাইয়া ফেলিল, এবং দোকানের মালপত্র বেচিয়া একটি চরকা কিনিল। চরকার সূতা বাজারে বেচিয়া সে কোনমতে নিজের ও ছেলের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

এদিকে বাপ মারা যাওয়ার পর কোনরূপ শাসন না থাকায় আলাদিনের স্বভাব দিন দিন আরও খারাপ হইয়া গেল। এখন সে নিজে স্বাধীন, তাহাকে শাসন করিবার কেহ নাই, সুতরাং তাহাকে আর পায় কে! মা কোন কথা বলিলে, আলাদিন হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়। মা বকিলে ত আর কোন কথাই নাই;—সেদিন আলাদিন আর বাড়ীতেই আসে না,—সারাদিন এদিক্-সেদিক্ ঘুরিয়া রাত্রিতে কোন বন্ধুর বাড়ীতে আড্ডা জমায়।

এইরূপে দিন যায়।

একদিন আলাদিন মায়ের বকুনি খাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছে। এমন সময় আফ্রিকা দেশের একজন যাদুকর সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। যাদুকর আলাদিনের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মনে মনে বলিল, "হাঁ, এই ছোড়াকে দিয়াই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" তারপর আলাদিনের কাছে গিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে যাদু, তুমি মুস্তফা দরজীর ছেলে না?" আলাদিন এই অপরিচিত লোকটির মুখে তাহার বাপের নাম শুনিয়া বড় অবাক্ হইল, এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, "হাঁ, আমি তাঁহারই ছেলে; কিন্তু কিছুদিন হইল তিনি মারা গিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া যাদুকর আলাদিনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল, এবং স্নেহভরে তাহার মুখ চুম্বন করিল। আলাদিন ইহাতে আরও আশ্চর্য্য হইয়া কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যাদুকর কান্নার স্বর আরও চড়াইয়া দিয়া তাহাকে বলিল, "বাছারে কি আর বলিব? আমি

বড়ই অভাগা। আমি তোমার চাচা হই। তোমার বাবা আমার বড় ভাই ছিলেন। আমি নানা দেশ বেড়াইয়া বহুকাল পর দেশে ফিরিয়াছি; আমার দাদাকে যে আর ইহ-জীবনে দেখিতে পাইব না, ইহাতে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। হ্যাঁ! তোমার মা এখন কোথায়?" আলাদিন হাত দিয়া তাহাদের বাড়ী দেখাইয়া দিলে যাদুকর বলিল, "আজ আর আমার সময় হইবে না; যদি সময় পাই,



তবে কাল গিয়া তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করিব। ধর, এই মোহর কয়টি তোমাকে দিতেছি। এগুলি তোমার মায়ের হাতে দিয়া আমার কথা বলিও।"

যাদুকর চলিয়া গেল। আলাদিন বাড়ী আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, আমার কি কোন চাচা আছে?" আলাদিনের মা উত্তর করিল, "না বাছা, তোমার চাচা ত দূরের কথা, এ সংসারে আপনার বলিতে আমি ছাড়া আর কেহই নাই।" আলাদিন জিজ্ঞাসা করিল, "এই মাত্র একটি লোক আমার চাচা বলিয়া পরিচয় দিয়া, এই কয়েকটি মোহর দিয়া গেল। সে তবে কে মা? বাবা মারা গিয়াছেন শুনিয়া সে কত দুঃখ করিয়া কাঁদিয়াছিল, আমাকে কত আদর করিয়া এই মোহর কয়টি তোমার হাতে দিতে বলিয়া গেল, আর সে কাল আসিয়া তোমার সহিত দেখা করিবে, এই কথা তোমাকে বলিতে আমাকে বার বার বলিয়া চলিয়া গেল, সে কি তবে আমার চাচা নয়?"—এই বলিয়া আলাদিন মোহরগুলি মায়ের হাতে দিল।

ছেলের কথা শুনিয়া তাহার মা বলিল, "হাঁ, মনে পড়িয়াছে, তোমার এক চাচা ছিল বটে, কিন্তু সে মারা গিয়াছে ত অনেক দিন।" এই বলিয়া আলার মা কতকটা অবাক্ হইয়া চক্‌চকে মোহরগুলি গণিতে লাগিল।

পরদিন যাদুকর আলাদিনকে শহরের আর এক পাড়ায় খেলিতে দেখিয়া, তাহার হাতে দুইটি মোহর দিয়া বলিল, "বাছা, এই মোহর দুইটি লইয়া বাড়ী যাও; তোমার মাকে বলিও, আমি আজ রাত্রিতে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব; এই মোহর দুইটি ভাঙ্গাইয়া রাত্রিতে আমাদের খাওয়ার আয়োজন করিতে বলিও।"

আলাদিন মোহর লইয়া বাড়ী গেল, এবং চাচা যাহা যাহা বলিয়াছে, মাকে সমস্ত বলিল। আলাদিনের মা খাওয়ার আয়োজন করিয়া সন্ধ্যার পর ছেলেকে বলিল, "আলাদিন! বোধ করি তোমার চাচা অন্ধকারে আমাদের বাড়ী চিনিতে পারে নাই, তুমি রাস্তায় গিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আইস।"

আলাদিন মায়ের কথামত বাহিরে যাইতেছিল, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, ফল ও মিঠাইর ঝুড়ি হাতে তাহার চাচা আসিয়াছে।

যাদুকর বাড়ীতে আসিয়া আলাদিনের মাকে সেলাম করিল, পরে তাহার ভাই মুস্তফা যেখানে সর্ব্বদা বসিত, সে স্থান দেখাইয়া দিতে বলিল। ভাইয়ের বসিবার জায়গায় মাথা ঠুকাইয়া সে খুব কতক্ষণ কাঁদিয়া লইল।

যাদুকর একটু সুস্থির হইলে, সকলে খাইতে বসিল। খাওয়ার সময় যাদুকর আলাদিনের মাকে বলিল, "আপনি আগে আমাকে কখনও দেখেন নাই। অনেক দিন হইল আমি বাড়ীঘর ছাড়িয়া আরব, পারস্য, মিশর প্রভৃতি নানা দেশে বেড়াইয়াছি। এখন বুড়া হইয়া পড়িয়াছি,—নিজের বাড়ী, নিজের দেশ দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। তাই আমি দেশে আসিয়াছি। আমার দাদা যে এমন ভাবে আমাকে ফাঁকি দিয়া যাইবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তবু ভাইপোটিকে দেখিয়া আমার প্রাণের জ্বালা কতক জুড়াইয়াছে। এখন সে জীবনে উন্নতি করিতে পারিলেই আমার সুখ।"

যাদুকরের কথা শুনিয়া আলাদিনের মা বলিল, "ভাই, কি আর বলিব, ছেলেটা বড় দুষ্ট হইয়াছে,—

সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়। এখন একটু বড় হইয়াছে, নিজের ব্যবসায় মনোযোগ দেওয়া ত দূরের কথা, কি করিয়া যে উহার দিন চলিবে, এখন পর্য্যন্ত সে জ্ঞানও উহার হইল না। উহাকে নিয়া বড়ই নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছি। ছেলেটা যাতে একটু মানুষ হয়, তুমি তাহার একটা উপায় করিয়া দেও।”

আলাদিনের স্বভাবের কথা শুনিয়া যাদুকর অনেক দুঃখ করিল, এরূপ বেপরোয়া ভাবে চলা যে কত বড় অন্যায়, তাহা আলাদিনকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল। পরে আলাদিনের মাকে বলিল, “আপনি ভাবিবেন না, আমি বাজারে উহাকে একটি ভাল দোকান করিয়া দিব, ভাল জামাজুতা কিনিয়া দিব, যাহাতে ভদ্র-সমাজে মিশিয়া নিজেই দু’পয়সা রোজগার করিতে পারে।”

আরও নানা কথাবার্তার পর যাদুকর সে রাত্রির মত বিদায় লইল।

পরের দিন সকালে যাদুকর আবার আলাদিনের বাড়ীতে আসিল। আলাদিনের মা তাহাকে খুব আদর-যত্ন করিয়া কত কথাই না জিজ্ঞাসা করিল। সে-ও নানান্ দেশের নানান্ গল্প বলিয়া আলাদিন ও তাহার মাকে অবাক্ করিয়া দিল। মুস্তফার সম্বন্ধেও অনেক কথাবার্ত্তা হইল, এবং যাদুকর তাহার জন্য কত দুঃখ করিল, কত হা-হুতাশ করিল, তাহাকে শেষ সময়ে একটিবারও দেখিতে পাইল না বলিয়া কত বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাসই না ফেলিল। যাদুকরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আলাদিন আর তাহার মা একেবারে গলিয়া গেল।

সেদিন যাইবার সময় যাদুকর আলাদিনকে সঙ্গে লইয়া গেল, এবং একটা পোষাকের দোকানে গিয়া তাহাকে পছন্দমত নানা রং-বেরঙের জামা পাজামা খরিদ করিয়া দিল। পোষাক পাইয়া আলাদিনের আনন্দ দেখে

কে! সে বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া যায়, আর এক একবার রাস্তার লোকগুলির দিকে চায়, আবার নিজের সেই জাঁকাল পোষাকের দিকে একটু চায়,—যেন রাস্তার লোকগুলি তাহার পোষাক দেখিয়া তাক্ খাইয়া গিয়াছে, এই রকম ভাব! যাদুকর তাহাকে লইয়া শহরের চারিদিকে বেড়াইল; শেষে নিজের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সেদিন আলাদিন কত রকমের মিঠাই মণ্ডাই না খাইল!

বৈকাল বেলা যাদুকর তাহার চেনা জানা কতকগুলি মহাজনের সঙ্গে আলাদিনের পরিচয় করাইয়া দিল; সকলকেই সে বলিয়া রাখিল, আলাদিন শীঘ্রই একটা বড় রকমের ব্যবসা আরম্ভ করিবে, আর সে কাজে তাহাদের সাহায্যের দরকার হইবে। রাত্রিতে সে নিজে যাইয়া আলাদিনকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল।

আলাদিনের মা ছেলের ঐ সব চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে পোষাক দেখিয়া আহ্লাদে টগবগ হইয়া যাদুকরকে বারবার আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "ভাই, তুমিই এখন আমার অভিভাবক। ছেলেটার যাহাতে সুমতি হয়,

আর করিয়া খাইতে পারে, তুমি তার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিলেই আমি সুখে মরিতে পারিব।"

যাদুকর বলিল, "আলা একেবারে বোকা ছেলে নয়; একটা দোকান করিয়া দিলে, সে বেশ্ দু'পয়সা আনিতে পারিবে। কিন্তু কাল আর দোকান করা হইবে না। পরশু দিন দোকান আরম্ভ করিতে পারিবে। কাল আমি উহাকে নিয়া শহরের বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইব, এবং এখানকার সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি দেখাইয়া কয়েকজন বড়লোকের সঙ্গে উহার আলাপ করাইয়া দিব।" এই বলিয়া যাদুকর সেদিন বিদায় হইল।

পরের দিন খুব ভোরে উঠিয়া আলাদিন চাচার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্য চক্‌চকে পোষাক পরিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। একটু পরে যাদুকর আসিলে দুইজনে বাড়ীর বাহির হইল। তাহারা শহরের নানা স্থান ঘুরিয়া বড় বড় দালান ও সুন্দর সুন্দর অনেক বাগান দেখিতে দেখিতে শহরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। এখানে-সেখানে ঘুরিয়া নানা রকম আশ্চর্য্য জিনিস দেখিতে আলাদিনের প্রথমে খুবই আমোদ লাগিয়াছিল,

কিন্তু শহরের বাহিরে আসিয়া এবং এত পথ হাঁটিয়া তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। একে পেটে ক্ষুধা তার উপর এই পরিশ্রম ! সে এক জায়গায় বসিয়া পড়িল।

এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। আলাদিন যাদুকরকে বলিল, "চাচা, আমি আর হাঁটিতে পারি না, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। আমাকে কিছু খাবার দিন্। এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, আর কতদূর যাইব ? চলুন এখন বাড়ী ফিরিয়া যাই। এখন বাড়ীর দিকে না গেলে আজ আর আমরা ফিরিতে পারিব না। আমার বড় ভয় করিতেছে।"

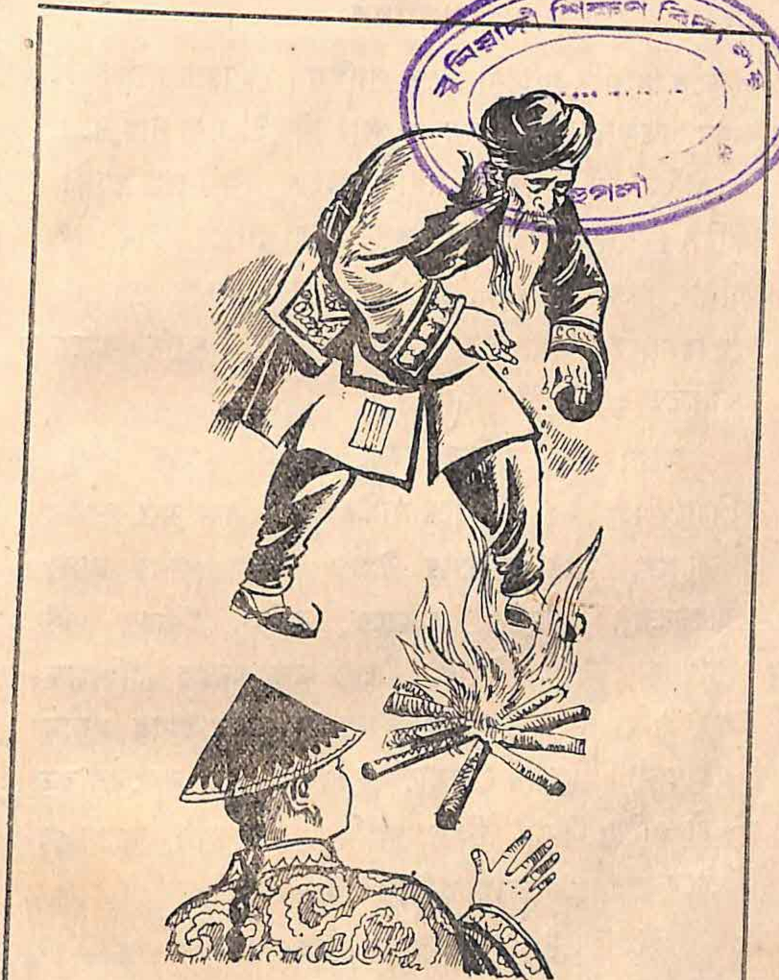
যাদুকর বলিল, "ভয় কি বাছা ? আজ আমরা বাড়ী ফিরিয়া না-ই বা গেলাম ! যে সমস্ত বাগান তুমি আগে দেখিয়াছ, এখান থেকে আর একটু গেলেই তার চেয়ে অনেক সুন্দর একটি বাগান তুমি দেখিতে পাইবে। আমরা আজ সেই বাগানেই না হয় রাত্রি কাটাইয়া দিব। এই লও কিছু ফল আর খাবার, ইহা খাইলেই একটু সুস্থ হইবে।"

আলাদিন খাবার খাইয়া কিছুকাল সেখানে বিশ্রাম

করিল, তারপর যাদুকরকে বলিল, "চাচা উঠুন, এখন যাওয়া যাক্।"

তাহারা দুইজনে তখন হাঁটিতে হাঁটিতে ঠিক সন্ধ্যার সময় দুইটা পাহাড়ের মাঝে এক সরু রাস্তায় আসিয়া পড়িল। এই জায়গায় আলাদিনকে নিয়া আসাই যাদুকরের উদ্দেশ্য ছিল। একমাত্র এজন্যই সে সুদূর আফ্রিকা দেশ হইতে চীনদেশে আসিয়াছিল। সেখানে আসিয়া যাদুকর আলাদিনকে বলিল, "বাছা থাম, আর যাইতে হইবে না। এখানেই তোমাকে আমি এমন সুন্দর ও আশ্চর্য্য জিনিস দেখাইব, যাহা তুমি জীবনে কখনও দেখ নাই। কিন্তু তাহা দেখিতে হইলে আগে আগুন জ্বালাইতে হইবে। তুমি কতকগুলি খড়কুটা ও কাঠ লইয়া আইস।"

আলাদিনের কেমন ভয় ভয় করিতেছিল; কিন্তু কি করে, বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি কতকগুলি কাঠ ও খড় আনিয়া একত্র করিল। যাদুকর তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলে, দাউ-দাউ করিয়া সেগুলি জ্বলিয়া উঠিল। যাদুকর বিড়্বিড়্ করিয়া কত কি মন্ত্রতন্ত্র পড়িতে



পড়িতে আগুনে ধূপধূনা দিতে লাগিল। ধোঁয়ায় চারিদিক এমন অন্ধকার হইয়া গেল যে আর কিছুই দেখা যায় না। আলাদিন ভয় পাইয়া সেখান হইতে পলাইতে চেষ্টা করিল। যাদুকর তাহার কান ধরিয়া জোরে টান দিয়া বলিল, "ওরে হতভাগা, ভয় কি? আমি তোর চাচা,—তোর যাতে ভাল হয়, তাহাই করিব। আমি কাছে থাকিতে ভয় কি?"

আলা একটু সুস্থির হইয়া দেখিল, আগুন নিবিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানে মাটির মধ্যে এক মস্ত ফাটল ধরিয়াছে, আর ফাটলের উপরে একটা পাথর চাপা রহিয়াছে। যাদুকর তাহাকে বলিল, "বাছা, এই পাথরটা উঠাও, ইহার নীচে এত ধনরত্ন রহিয়াছে যে, পৃথিবীর সকল ধনরত্ন একত্র করিলেও ইহার সমান হইবে না। আমি তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী করিয়া দিব। কিন্তু আমি যেমন বলি, আগে সে ভাবে তোমাকে কাজ করিতে হইবে।"

তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার আশায় আলাদিন পাথরটা উঠাইল। পাথরটার নীচে একটা সুড়ঙ্গ-পথ

দেখিতে পাইল। যাদুকর আলাকে কহিল, "এই সুড়ঙ্গ দিয়া নীচে নামিয়া যাও। কোন ভয় নাই। কিছু দূরে গেলে পর ছোট একটি দরজা দেখিতে পাইবে। দরজা দিয়া ঢুকিয়া ভিতরে গেলে, একটি সুন্দর দালান দেখিবে। দালানে তিনটি মাত্র কোঠা। সেই কোঠাগুলির মধ্যে চারিদিকে সোনারূপা মণিমাণিক্য মজুত রহিয়াছে। সাবধান, ওদিকে লোভ করিও না, তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে। কোন কোঠায় না থামিয়া বরাবর তৃতীয় কোঠাতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তৃতীয় কোঠা পার হইয়া আবার আর একটি ছোট দরজা দেখিবে। সে দরজা দিয়া ভিতরে গেলে পর সুন্দর একটা বাগানে ঢুকিতে পারিবে। বাগানের মধ্য দিয়া একটি ছোট্ট পথ চলিয়া গিয়াছে। সে পথ দিয়া কতদূর গেলে পর চারপাঁচ ধাপ সিঁড়ি দেখিবে। সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলে দেখিবে, চারিদিকে গাছে গাছে মণিমাণিক্য ধরিয়া রহিয়াছে, তার মধ্যে একটি সুন্দর বেদী। সেই বেদীর উপর একটি সোনার বাতি জ্বলিতেছে। সেই বাতিটি নিবাইয়া তাহার সলিতা

ফেলিয়া দিবে। বাতিটি তোমার বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া যে ভাবে যাইবে, সে ভাবে ফিরিয়া আসিয়া সেটি আমাকে দিবে। সেই বাতিটির আমার খুবই দরকার। বাতিটা আনিতে পারিলেই তোমাকে বড়লোক করিয়া দিব। এখন এই আংটিটি হাতে পরিয়া সুড়ঙ্গ দিয়া নীচে নামিয়া যাও। কিন্তু সাবধান, যাওয়ার সময় পথে কোন দিকে নজর দিও না বা মূল্যবান কোন জিনিস দেখিয়া তাহার উপর লোভ করিও না,—তবে বিপদ ঘটিবে, বুঝিলে ত? খুব সাবধান! মনে রাখিও, ঐ বাতিটারই আমাদের দরকার। এখন যাও, আর দেরি করিয়া ফল নাই।”

যাদুকরের কথা শুনিয়া আলাদিনের খুব সাহস হইল। সে তখন আংটিটা হাতে পরিয়া এক লাফে সুড়ঙ্গ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। সেখানে যাদুকরের কথামত সকল জায়গা পার হইয়া পরে বাগানের মধ্যে সেই সিঁড়ির উপরে উঠিল; দেখিল, বাস্তবিকই এক বেদীর উপর খুব ঝক্‌ঝকে একটি সোনার বাতি জ্বলিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ বাতিটা নিবাইয়া তাহার সলিতা ফেলিয়া দিল, বাতিটা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিল।

বাগানে গাছে গাছে মণিমাণিক্যের ফল-ফুল শোভা পাইতেছে। আর সেগুলির আলোতে সমস্ত বাগানখানায় দিনের মত আলো হইয়াছে। আলাদিন গাছে উঠিয়া যত পারিল হীরা মণি মুক্তা তুলিয়া লইয়া সেগুলি এক হাতে ও বাতিটা অন্য হাতে লইয়া শেষে ফিরিয়া সেই সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যাদুকর উপরে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

সে আসিলে যাদুকর তাহাকে বলিল, "বাছা, বাতিটা আগে আমাকে দেও, পরে তোমাকে উপরে তুলিতেছি।"

আলাদিন উত্তর করিল, "চাচা, আমার দুই হাত বন্ধ, কেমন করিয়া এখন বাতিটা আপনাকে দেই?



আগে আমাকে উপরে তুলুন, পরে আপনাকে বাতিটা দিতেছি।"

যাদুকর তাহার সে কথায় রাজী হইল না, বলিল,

"বাতি আমাকে আগে না দিলে, আমি তোমাকে কিছুতেই উপরে উঠাইব না।"

আলাদিনও তাহার কথা শুনিল না। সে বার বার বলিতে লাগিল, তাহাকে আগে উপরে না উঠাইলে সে কিছুতেই বাতিটা তাহাকে দিবে না।

যাদুকরের বড় রাগ হইল। সে মন্ত্র পড়িয়া সেই সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিল। আলাদিন কত কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু তাহা আর শুনে কে? যাদুকর আলাদিনকে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া গালিগালাজ করিতে করিতে শহরে না ফিরিয়া আফ্রিকার পথে চলিয়া গেল। এইরূপে আলাদিন একাকী অন্ধকারে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল।

যাদুকর এই বাতিটার লোভেই আফ্রিকা হইতে চীন-দেশে আসিয়াছিল। সে তাহার যাদুবিদ্যায় জানিতে পারিয়াছিল যে, পৃথিবীর এক জায়গায় সুন্দর একটি বাতি আছে। সেই বাতিটা হাত করিতে পারিলে, সে পৃথিবীর মধ্যে ধনে মানে বিরাট বড়লোক হইতে পারিবে। কিন্তু নিজ হাতে সে বাতি আনিতে পারিবে

না। এজন্য তাহার একজন সাহায্যকারীর দরকার। মন্ত্রের দ্বারা চীনদেশের ঐ স্থানে যে বাতিটা আছে তাহা সে জানিতে পারিয়াছিল, এবং এজন্যই আলাদিনের সাহায্যে বাতিটি আনাইয়া পরে আলাকে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে পাথর চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিবার ফন্দী আঁটিয়াছিল। কিন্তু কাজে হইল তাহার বিপরীত। বাতি সে আর পাইল না। অবশেষে দুঃখিত হইয়া আলার উপর ঝাল ঝাড়িয়া সে স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

যাদুকর চলিয়া গেলে সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে আলাদিনের বড় ভয় করিতে লাগিল, সে কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। বাহিরে আসিবার জন্য সে যাদুকরকে খুব জোর গলায় ডাকিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। যাদুকর তখন চলিয়া গিয়াছে। সে হতাশ হইয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িল, এবং জীবনে আর কখনও আলোর মুখ দেখিতে পাইবে না, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে না খাইয়া তাহাকে মরিতে হইবে, এই ভাবিয়া সে মনের কষ্টে কাঁদিতে লাগিল।

অনাহারে অনিদ্রায় সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে আলাদিনের

দুইদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে আবারও বাহির হইবার চেষ্টা করিতে করিতে সে খুব দুর্ব্বল হইয়া বসিয়া পড়িল। দৈবাৎ সেই আংটির সহিত সুড়ঙ্গের ভিতরকার পাথরের ঘষা লাগাতে প্রকাণ্ড একটা দৈত্য



আসিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইল। দৈত্যটা তাহাকে বলিল, "বল, আমাকে কি করিতে হইবে। এই আংটি যাহার হাতে থাকে, আমি তাহার চাকর।"

অন্য সময় হইলে ঐরূপ ভয়ানক মূর্তি দেখিয়া আলাদিন নিশ্চয়ই অজ্ঞান হইয়া পড়িত। কিন্তু তখন সে ক্ষুধায় একরকম মরিতে বসিয়াছে,—তাহার আর ভয় কি ? সে দৈত্যকে বলিল, "তাড়াতাড়ি আমাকে গুহার বাহিরে লইয়া যাও।"

যেমনি বলা, আর তখন তখনই গুহা ভেদ করিয়া দৈত্য আলাদিনকে বাহিরে যেখানে যাদুকর আগুন জ্বালিয়াছিল, ঠিক সেইখানে রাখিয়া চলিয়া গেল। আলাদিন পুনরায় পৃথিবীর আলো দেখিয়া নিজের অদৃষ্টকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল।

তিনদিন পর ছেলে বাড়ী আসিল। মা ছেলে হারাইয়া এই কয়দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া একেবারে অস্থির! কত কি দুশ্চিন্তা মায়ের মনে। দিনে কিছু না খাইয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এ কয়দিন সে কাটাইয়াছে। আজ আলাদিনের মুখ দেখিয়া সব ভুলিয়া গেল। মায়ের এত আনন্দ হইল যে, বারবার ছেলের মুখে চুমো খাইতে খাইতে বলিল, "বাছা, এ তিনদিন কোথায় ছিলি? আমি ত তোকে না দেখিয়া পাগলের মত হইয়াছি। তোর চাচার সঙ্গে সেদিন বাহিরে যাওয়ার পর কি হইয়াছিল বল্‌ত?"

আলাদিন বলিল, "মা, আগে আমাকে কিছু খাইতে দাও। আমি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, এ তিনদিন আমি কিছুই খাই নাই। আগে খাইয়া একটু সুস্থ হইয়া লই, পরে সকল কথা বলিব।"

আলার মা ঘরে যে খাবার ছিল, তাহা ছেলেকে খাইতে দিল। খাওয়ার পর আলাদিন একটু সুস্থ হইয়া মাকে বলিল, "মা, তুমি আমাকে যাহার সঙ্গে যাইতে

দিয়াছিলে, সে আমার চাচা নয়, সে একজন ঠগ। লোকটা যাদুবিদ্যা জানে। সে চক্রান্ত করিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু একমাত্র খোদার মেহেরবানিতে আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি।" যাদুকরের সঙ্গে সেদিন বাড়ীর বাহির হইয়া যাওয়ার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, আলাদিন সকল কথা মাকে বলিল।

আলাদিনের কথা শুনিয়া মা খুব আশ্চর্য্য হইল বটে, কিন্তু যাদুকরের উপর তাহার রাগও হইল খুব। যাহা হউক, আলাদিন যে এ বিপদ হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছে, তাহা মনে করিয়া সে খোদাকে শত শত ধন্যবাদ দিল। মাতাপুত্রে তখন এ বিষয়ে অনেক কথা হইল। কিন্তু তিনরাত্রি ক্রমাগত জাগিয়া থাকিয়া আলাদিনের খুব ঘুম পাইতেছিল, সে আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, এবং পরক্ষণেই তাহার নাক ডাকিতে সুরু হইল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া আলাদিন মার কাছে খাইতে চাহিল। কিন্তু সেদিন ঘরে কোন খাবার না

থাকায় মা বড় ভাবনায় পড়িল। আলাদিনকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া মা সামান্য কিছু সূতা লইয়া চলিল বাজারে তাহা বেচিতে।

আলা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "মা, আজ সূতা বেচিবার কোন দরকার নাই, কাল যে বাতিটা আনিয়াছি, সেটা মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দেও, উহা বেচিলেই আজকের দিনটা কোনমতে চলিতে পারিবে।" মা বলিল, "তা চলিবে, তবে ওটাকে মাজিয়া ঘষিয়া দিলে কিছুটা পয়সা বেশি পাওয়া যাইবে।" এই বলিয়া মা সেটাকে একটু বালি দিয়া পরিষ্কার করিতে বসিল।

ঘষামাত্রই এক প্রকাণ্ড দৈত্য উপস্থিত! কি ভয়ঙ্কর বিদ্‌ঘুটে চেহারা দৈত্যটার! দৈত্যটা মেঘের মত গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল, "বল আমাকে কি করিতে হইবে? আমি এই প্রদীপের আজ্ঞাকারী দাস। এ প্রদীপ যাহার হাতে থাকে, সে-ই আমার মালিক।"

কে বা শুনে কার কথা! আলার মা তো দাঁতকপাটী লাগিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে। আলাদিন আগেও আংটি ঘষা দেওয়াতে ঐরূপ বিকট চেহারা একবার দেখিয়াছিল;

কাজেই সাহসের সহিত বলিল, "আমাকে কিছু খাদ্য আনিয়া দেও, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।"

যেমনি বলা আর সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্যটা বারোটা রূপার রেকাবীতে নানারূপ মিঠাইমণ্ডা আনিয়া দিল; পরক্ষণেই বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

আলাদিন মার মুখে চোখে জল ছিটাইয়া তাহাকে সুস্থ করিল। আলাদিনের মা ঐ বহুমূল্য পাত্রগুলির মধ্যে ঐরূপ রাজভোগ দেখিয়া পুত্রকে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এরূপ মূল্যবান্ পাত্রে নানাবিধ সুস্বাদু মিঠাইমণ্ডা কে আনিয়াছে?" আলা মাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া আলাদিনের মা একেবারে অবাক্! "ওরে বলিস্ কি? এরূপ দৈত্যদানা নিয়া খেলা করা কি আমাদের কাজ?—তুই তাড়াতাড়ি প্রদীপটাকে বাজারে বেচিয়া আয়। ঐ বিকটমূর্ত্তি আবার দেখিলে ভয়ে আমি মরিয়াই যাইব।"

আলা উত্তর করিল, "মা, তোমার কোন ভয় নাই। দৈত্যের সঙ্গে যখন যাহা করিতে হয়, তাহা আমিই করিব। তুমি না হয় তখন বাহিরে গিয়া থাকিও। এ

বাতিটা খুবই দামী। আমার বিশ্বাস, এ বাতি হইতেই আমরা দেশের মধ্যে খুব গণ্যমান্য ও ধনশালী হইতে পারিব। আর তুমি কি জান না, একমাত্র এই বাতিটা পাইবার আশাতেই যাদুকর অত দূর দেশ আফ্রিকা হইতে এই চীনদেশে আসিয়াছিল। এখন এসব কথা যাক্। আগে আমরা খাবার খাইয়া লই, পরে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিব।”

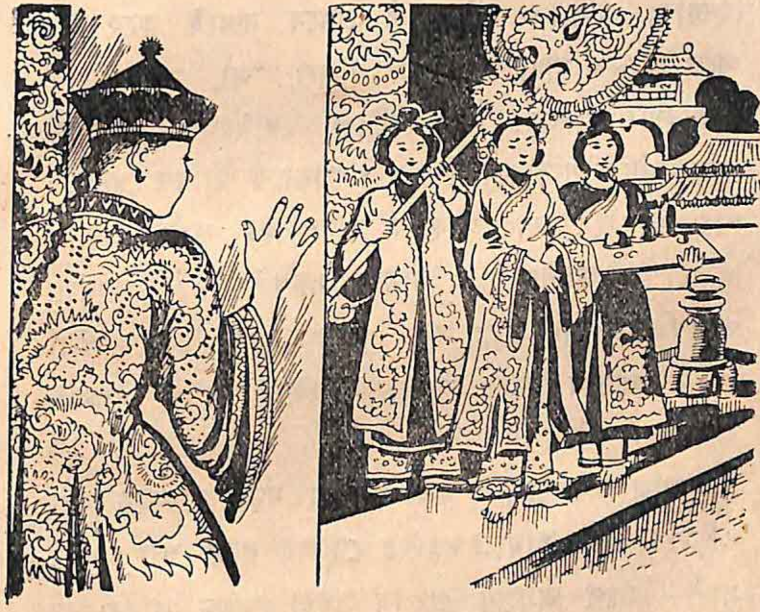
তাহারা দুইজনে একত্র খাইতে বসিল। এমন সুস্বাদু খাদ্য আলা বা তাহার মা জীবনে কখনও খায় নাই। সে সবই রাজা-বাদশাহ্‌দের খাদ্য। খাবার খাইয়া তাহারা দুইজনেই মহা খুশী। কিছুটা তখন খাইয়া বাকীগুলি পরের দিনের জন্য রাখা হইল। সেই রূপার রেকাবীগুলি বেচিয়া তাহাদের আরও কয়েকদিন বেশ্ সুখেই গেল। আলার মারও পেটের চিন্তা একেবারে দূর হইল। যখন সব ফুরাইয়া যাইত, তখন আলা আবার প্রদীপ ঘষা দিয়া দৈত্যের সাহায্যে ঐ রকম খাবার আনাইয়া খাইত। এইরূপে মনের আনন্দে মহা সুখে স্বচ্ছন্দে মা ও ছেলে দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন আলাদিন রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া, চারিদিকে বড় সোরগোল শুনিতে পাইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য আগ্রহ হওয়াতে একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "আজ রাস্তাঘাট দোকান-পসার সব বন্ধ থাকিবে, কারণ আজ শাহ্‌জাদী বেদ্‌রোলবেদর নদীতে স্নান করিতে যাইবেন। কাহারও তাঁহাকে দেখিবার হুকুম নাই।"

শাহ্‌জাদীকে দেখিবার জন্য আলার মন খুবই চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং সে এক ফন্দীও বাহির করিল। নদীর ঘাটে যাওয়ার আগেই সে গিয়া ঘাটের দরজার আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

শাহ্‌জাদী সখীদের লইয়া ঘাটে আসিলেন। আলাদিন সেই সুযোগে শাহ্‌জাদীকে দেখিয়া লইল। কি খপসুরত! ঠিক যেন একটি পরী! শাহ্‌জাদীর রূপ দেখিয়া আলা পাগল হইল।

শাহ্‌জাদী স্নান করিয়া চলিয়া গেলেন। আলা তখনও ঘাটে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আহা কি সুন্দর রূপ! ইহাকে সাদী করিতে পারিলেই জীবন সার্থক!



কিন্তু কি করিয়া এমন অসম্ভব প্রস্তাব বাদশাহের কাছে করা যায়? আমি এক সামান্য দরজীর ছেলে,

বাদ্‌শাহ শুনিলে হয়ত আমাকে বা শূলেই দিবেন।” এইরূপ কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আলা সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

আলার মা ছেলের মলিন মুখ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আলা ত প্রথমে কথাই কহে না, পরে অনেক সাধাসাধির পর বলিল, “মা, আজ ঘাটে লুকাইয়া থাকিয়া শাহ্‌জাদীকে দেখিয়াছি। আমি শাহ্‌জাদীকে সাদী করিব। যদি আমাকে জীবিত দেখিতে চাও, তবে যে ভাবেই হউক বাদশাহের কাছে প্রস্তাব করিয়া শাহ্‌জাদীর সঙ্গে আমার সাদী দেও। আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। কালই তুমি দরবারে গিয়া সাদীর প্রস্তাব কর। তাহা না হইলে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব।”

আলার মা ছেলের কথা শুনিয়া বড়ই ভাবনার মধ্যে পড়িল। এক সামান্য দরজীর ছেলের সঙ্গে শাহ্‌জাদীর সাদী—এরূপ অসম্ভব প্রস্তাব লইয়া কেমন করিয়া সে দরবারে যায়! আলা বলিল, “মা, তুমি ভাবিও না, সেদিন প্রদীপের সঙ্গে অনেকগুলি হীরা-জহরত

আনিয়াছিলাম। সোনার থালে সেগুলি সাজাইয়া আগে বাদশাহ্‌কে উপহার দেও। তিনি এগুলি দেখিলে কিছুতেই আমাকে শাহ্‌জাদীর অনুপযুক্ত মনে করিবেন না।”

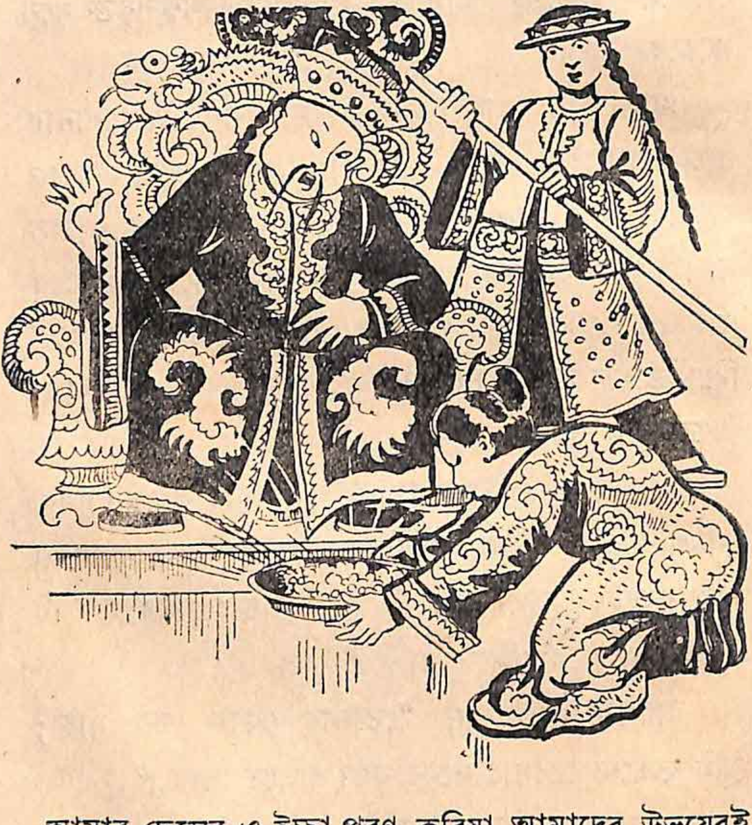
আলার মা রাজী হইল। মণিমুক্তাগুলি সোনার থালে সাজাইয়া একে একে সাতদিন দরবারে গিয়াও আলার মা বাদশাহের সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না। পরে একদিন বাদশাহ্‌ আলার মাকে দরবারের এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, নিজেই উজীরকে দিয়া তাহাকে ডাকাইলেন, এবং সে কেন আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আলার মা ঐ উপহারগুলি সিংহাসনের কাছে রাখিয়া কুর্নিশ করিয়া বলিল, “জাহাঁপনা! আমি এক অসম্ভব প্রস্তাব লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। যদি আপনি অভয় দেন তবে বলিতে পারি।”

বাদশাহ্‌ বলিলেন, “তোমার কোন ভয় নাই; তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার মনের কথা বলিতে পার।”

আলার মা অভয় পাইয়া বলিল, “শাহানশাহ!

আমার ছেলে আলাদিন শাহ্‌জাদীকে সাদী করিতে চাহিতেছে ; নতুবা সে বাঁচিবে না। আপনি দয়া করিয়া



আমার ছেলের এ ইচ্ছা পূরণ করিয়া আমাদের উভয়েরই

প্রাণরক্ষা করুন্। এ থালার মধ্যে সামান্য কিছু নজর আনিয়াছি। দয়া করিয়া এগুলি গ্রহণ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।”

বাদশাহ্ সোনার থালায় ঐ অপূর্ব্ব রত্নগুলি দেখিয়া মনে করিলেন, এরূপ বহুমূল্য রত্ন যাহার অধিকারে আছে, সে বাস্তবিকই শাহ্জাদীকে সাদী করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। তিনি উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখত উজীর, এরূপ মূল্যবান্ রত্ন যে উপহার দিতে পারে, সে শাহ্জাদীকে বিবাহ করিবার উপযুক্ত কিনা ?”

এদিকে উজীরের ছেলের সঙ্গে শাহ্জাদীর সাদীর কথাবার্ত্তা প্রায় সুস্থির হইয়াছিল, কেবল দিনটা ঠিক করা বাকী। উজীর একটু চিন্তিত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির এক উপায় বাহির করিল। সে বলিল, “জাহাঁপনা, এ রত্ন যিনি উপহার দিয়াছেন, তিনি শাহ্জাদীকে সাদী করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র বটে, কিন্তু তিনি কে, কিরূপ বংশের লোক, এসব আমাদের কিছুই জানা নাই। আপনি মাত্র তিন মাসের সময় দিন্। ইহার মধ্যে আমার ছেলেও বিদেশে যাইয়া এরূপ মূল্যবান্ রত্নাদি

সংগ্রহ করিয়া আনুক। সে আসিলে পর যাহার রত্ন বেশি মূল্যবান্ বলিয়া মনে হইবে, সে-ই শাহ্জাদীকে সাদী করিবে।”

বাদশাহ্ শুনিয়া উজীরের কথায়ই রাজী হইলেন, এবং আলার মাকে বলিলেন, “তোমার ছেলের সঙ্গে শাহ্জাদীর সাদী দিতে আমার অমত নাই। তুমি তিন মাস পরে আসিও। তখন যাহা হয় করা যাইবে।”

আলার মা বিদায় লইয়া বাড়ীতে আসিল। মার কাছে বাদশাহের মত আছে শুনিয়া আলার মনে আনন্দ আর ধরে না! দিনও আর কাটে না! কবে তিন মাস শেষ হইবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা হইল।

আবার ইহার মধ্যে আর এক বিপদ্! প্রায় দুইমাস শেষ হইয়াছে। একদিন আলার মা বাজারে গিয়া শহরময় খুব আনন্দ-উৎসব দেখিতে পাইল। রাস্তায় রাস্তায় বাদশাহের কর্ম্মচারীরা ভাল ভাল পোষাক পরিয়া ঘোড়ার উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। আলার মা একজন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার কারণ জানিতে পারিল। দোকানদার বলিল, "বাঃ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তুমি কি এ শহরে থাক না? আজ উজীরের ছেলের সঙ্গে শাহ্‌জাদীর সাদী হইবে। সেজন্যই এ সব আনন্দ-উৎসব।"

শুনিয়া আলার মার ত চক্ষুস্থির! সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া ছেলেকে সকল কথা বলিল। ইহাতে আলাদিনের মনে বাদশাহ্‌ ও উজীরের উপর এত রাগ হইল যে, এ অন্যায় কাজের জন্য সে ভীষণ প্রতিশোধ লইবে স্থির করিল।

এদিকে রাজবাড়ীতে খুব ধূমধাম। আলা স্থির করিল, যে ভাবেই হউক উজীরের ছেলেকে সাদীর সময় লুকাইয়া রাখিতে হইবে। প্রদীপ ঘষা দেওয়া মাত্র পূর্ব্বের মত বিকটাকার দৈত্য আসিয়া তাহার কাছে হাজির হইল। আলা তাহাকে বলিল, "আজ উজীরের ছেলের সঙ্গে শাহ্‌জাদীর সাদী হওয়ার কথা। তুমি বরকে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখ; আমি বলিলে ছাড়িয়া দিও।" দৈত্যও তাহাই করিবে বলিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এদিকে সাদীর সময় উপস্থিত। রাজবাড়ীর সকলেই আমোদে মত্ত। দরবারে পাত্র মিত্র সভাসদ সকলেই উপস্থিত। শাহ্‌জাদীকে আনা হইবে, এমন সময়ে হঠাৎ রব উঠিল, উজীরের পুত্রকে পাওয়া যাইতেছে না। ওদিকে কিন্তু প্রদীপের সেই দৈত্যটা তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। বাদশাহ্‌ এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন, এবং আদেশ দিলেন আজ সাদী হইতে পারে না। যাহা হউক, আলার চক্রান্তেই যে এত আমোদ মাটি হইল, তাহা কেহই বুঝিল না।

দেখিতে দেখিতে তিন মাস চলিয়া গেল। তারপর একদিন আলা মাকে বলিল, "মা, আজ আবার তুমি দরবারে গিয়া বাদশাহের প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেও। আমার সঙ্গে তিনি যে শাহ্‌জাদীর সাদী দিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা বোধ হয় ইহার মধ্যেই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।"

আলার মা সেদিনই আবার দরবারে গিয়া বাদশাহ্‌কে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। বাদশাহ্‌ কি করিবেন ভাবিয়া অস্থির। তিনি বলিলেন, "তোমার ছেলে কতকগুলি বহুমূল্য রত্ন দিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার অন্যান্য সম্পত্তি আর কি আছে? তাহার নিজের রাজবাড়ীর মত মস্ত বাড়ী আছে কিনা? বিয়ের পর আমার মেয়েকে সেরূপ জাঁকজমকের সহিত রাখিতে পারিবে কিনা, এ সকল বিষয় আগে ভাবা দরকার। যদি তোমার ছেলের সে সব থাকে, তবে আমি নিজে তাহা দেখিয়া পরে তাহার সঙ্গে আমার মেয়ের সাদী দিতে পারি।"

আলার মা একথা শুনিয়া এ বিষয়ে একরূপ নিরাশ

হইল, এবং বাড়ী আসিয়া বাদশাহ্ যাহা যাহা বলিয়াছেন, সকল কথা আলাকে বলিল। আলা সকল শুনিয়া মাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "মা, ভয় কি, আমি আজই সব ঠিক করিতেছি। কাল গিয়া তুমি বাদশাহ্‌কে ডাকিয়া আনিয়া আমার বাড়ী দেখাইও।"

মাকে এই কথা বলিয়া আলাদিন নিজের ঘরে গেল। প্রদীপ ঘষা দেওয়া মাত্র দৈত্য উপস্থিত হইলে, তাহাকে হুকুম দিল, "রাজবাড়ীর কাছে আজই আমার থাকিবার জন্য প্রকাণ্ড দালান তৈয়ার করিয়া দেও। দালানের সবগুলি কোঠাই যেন নানারূপ কারুকার্য্যে ও হীরা-জহরতের আসবাবে ভরা থাকে, যেন তাহা দেখিয়া রাজার সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায়।"

আদেশ পাইয়া দৈত্য তৎক্ষণাৎ এক প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ার করিল। সেই বিরাট অট্টালিকার প্রত্যেকখানি কামরা হীরা-চুনি-পান্নার আসবাবে পূর্ণ হইয়া ঝলমল করিতে লাগিল।

পরদিন বাদশাহ্ ঘুম হইতে উঠিয়া রাজবাড়ীর কাছেই অমন কারুকার্য্যময় অট্টালিকা দেখিয়া মনে

করিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? এ বাড়ী আবার কোথা হইতে এখানে আসিল ? কাল ত এ বাড়ী এখানে ছিল না। আর বাড়ীটা সূর্য্যের আলোয় এমন চিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে কেন ? আমার বাড়ী তো এ বাড়ীর কাছে ভিক্ষুকের কুঁড়ে। এ বাড়ীর মালিক কে একবার খোঁজ নিতে হয়। হঠাৎ আবার কোন্ বাদশাহ্ আসিয়া আমার বাড়ীর পাশেই এতবড় বাড়ী তুলিল !"

বাদশাহ্ আবোল-তাবোল কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে আলার মা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। আলার মা বলিল, "জাহাঁপনা, ঐ যে নিকটেই বড় বাড়ীটা দেখিতেছেন, ওটাই আমার ছেলের বাড়ী। চলুন একবার বাড়ীটা কেমন হইয়াছে দেখিয়া আসিবেন।"

বাদশাহ্ উত্তর করিলেন, "বুঝিয়াছি, তোমার ছেলে খুব বড়লোক বটে, বাদশাহের চেয়েও তাহার বেশি সম্পদ আছে। তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের সাদী দিতে কোনই আপত্তি নাই। তোমার ছেলের হাতে পড়িলে মেয়েটা সুখেই থাকিবে। আজই আমি সাদী দিতে চাই।"

আলার মাকে একথা বলিয়া বাদশাহ্ রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, বিখ্যাত ধনী আলাদিনের সঙ্গে শাহ্‌জাদী বেদ্‌রোলবেদরের আজ সাদী হইবে। শহরময় খুব ধূমধাম শুরু হইল। রাজবাড়ীতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর আলাদিন মণিমুক্তা ও জরীর কাজ করা সুন্দর পোষাক পরিল, এবং চল্লিশজন অনুচর সঙ্গে লইয়া রত্নময় পাল্কীতে উঠিয়া বসিল। বাদশাহ্ আলাদিনের সাজসজ্জা দেখিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। অনতিবিলম্বে চীনের শাহ্‌জাদীর সহিত আলাদিনের সাদী সম্পন্ন হইল।

সাদীর পরদিন আলাদিন নূতন বৌ লইয়া নিজের সেই বড় বাড়ীতে আসিল। সে বাড়ী দেখিয়া শাহ্‌জাদীর ত একেবারে তাক্ লাগিয়া গেল। তাহার মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাহার বাপের বাড়ীর চেয়ে সুন্দর ও বড় বাড়ী আর চীনরাজ্যে নাই। কিন্তু এ বাড়ী দেখিয়া তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল।

আলাদিন শাহ্‌জাদীর সঙ্গে বসিয়া সর্ব্বদাই নানারূপ গল্প-গুজব করিত। সময় সময় নর্ত্তকীরা গান-বাজনা করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিত। খাওয়ার সময় এত উপাদেয় খাদ্য তাহারা খাইত যে, তাহা শাহ্‌জাদী কখনও চোখেও দেখে নাই। এইরূপে আলাদিন শাহ্‌জাদীর সঙ্গে নানারূপ আমোদ-প্রমোদে কতকদিন বেশ সুখেই কাটাইল।

তারপর একদিন প্রাতে সুন্দর পোষাক পরিয়া আলাদিন শ্বশুরবাড়ী গেল। চীনরাজ জামাতাকে খুব সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহাকে বাদশাহের মত

সম্মান ও আদর করিতে সকলকে হুকুম দিলেন। আলাদিন শ্বশুরকে সালাম করিয়া কহিল, "জাহাঁপনা, আজ আমি এখানে কিছুই খাইব না। আজ পাত্রমিত্র সমেত আপনাকে আমার বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি। চলুন, আজ আমার বাড়ীতেই সকলে একত্র বসিয়া খাইব।"

বাদশাহ্ একথা শুনিয়া সুখী হইলেন এবং সভাসদদের লইয়া আলাদিনের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জামাতার বাড়ীর সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য দেখিয়া বাদশাহ্ বড়ই মুগ্ধ হইলেন। সকলগুলি কোঠা ঘুরিয়া আসিয়া জামাতাকে বলিলেন, "আলাদিন, তোমার এ বাড়ী এক অত্যাশ্চর্য্য জিনিস, এমন বহুমূল্য-রত্ন-খচিত অট্টালিকা কেহ কখন চোখেও দেখে নাই।"

খাওয়ার সময় হইল। সকলে একত্র খাইতে বসিলেন। কত উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন করা হইল। বাদশাহ্ বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলেন। খাওয়ার সময় নানারূপ গল্প চলিতেছিল। যে কোঠায় বসিয়া সকলে খাইতেছিল, সেটি একটি প্রকাণ্ড হলঘর। চারিদিক

বহুমূল্য আসবাব ও রত্নে ভূষিত ; কিন্তু সে ঘরের কোন জানালা ছিল না। বাদশাহ্ হাসিতে হাসিতে আলাদিনকে কহিলেন, "এমন সুন্দর ঘর, কিন্তু ইহার ভিতর একটাও জানালা না থাকাতে বড়ই বিশ্রী দেখাইতেছে।"

আলাদিন বলিল, "শাহান্‌শাহ্, আপনার রাজ্যের রাজমজুরদের হুকুম দিয়া এ ঘরে রত্নভূষিত একটি জানালা তৈয়ার করাইয়া দিন্।" বাদশাহ্ শুনিয়া রাজমজুরদের ডাকাইলেন, এবং রাজভাণ্ডার হইতে মূল্যবান্ মণিমাণিক্য বসাইয়া জানালা তৈয়ার করিতে হুকুম দিলেন।

পরদিন হইতে রাজবাড়ীর ওস্তাগরেরা আলাদিনের বাড়ীর জানালা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহারা ক্রমাগত দেড়মাস খাটিয়াও সে কোঠার অনুরূপ জানালা তৈয়ার করিতে পারিল না। বাদশাহের কাছে এ খবর গেল। বাদশাহ্ বুঝিলেন, এ জানালা তাঁহার ওস্তাগরেরা কিছুতেই তৈয়ার করিতে পারিবে না। আলাদিন তখন রাজভাণ্ডারের মণিমুক্তাগুলি

বাদশাহ্‌কে ফিরাইয়া দিয়া, প্রদীপের দৈত্যের সহায়তায় মনের মত জানালা তৈয়ার করাইল! বাদশাহ্ সে জানালা দেখিয়া একেবারে অবাক্!

আলাদিনের দিন বেশ মনের আনন্দেই কাটিতেছিল। তাহার নিকট কেহ কিছু চাহিলে, সে ফিরিয়া যাইত না। এইরূপে চীনদেশে সে একজন বড় দাতা, সদাশয় ও গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিল। সে যে রাস্তায় যাইত, সেখানেই লোকের ভিড় জমিত, এবং সকলেই তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। নিজের অমায়িক ব্যবহারে এবং যথেচ্ছ দানের গুণে সে রাজ্যের সকল লোকেরই প্রিয়পাত্র হইল।

আলাদিন এদিকে বেশ সুখে শান্তিতে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিল। ওদিকে আফ্রিকা দেশের ঐ যাদুকর একদিন খড়ি পাতিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা ঘামাইয়া গণিয়া দেখিল, আলাদিন তো গুহার মধ্যে মরেই নাই, বরঞ্চ সে ঐ অদ্ভুত প্রদীপ পাইয়া রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়া বসিয়াছে, আর দুনিয়ার যত সুখ আর স্ফূর্ত্তি লুটিয়া লইতেছে। গণিয়া পাতিয়া এই ব্যাপার জানিয়া যাদুকরের কলিজাটা পুড়িয়া যাইতে লাগিল ঃ—কি এত বড় কথা! সে কি না এতকষ্টে—এত পরিশ্রম করিয়া প্রদীপের কথা জানিল, আর সে-ই আজ ছেঁড়া নেকড়া পরিতেছে, আর ও বেটা দরজীর ছেলে হইল কিনা বাদশাহের জামাই! যাদুকর ঠিক করিল, যেরূপেই হউক প্রদীপটি দখল করিয়া আলাদিনকে জব্দ করিতে হইবে। সে সেদিনই আবার চীনদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আলাদিনের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাকে

বেশি বেগ পাইতে হইল না। দেশের মধ্যে অত বড় ধনী মানী দাতা লোকের বাড়ী খুঁজিতে দেরীই বা হইবে কেন? সে আলাদ্দিনের বাড়ীর কাছেই আর একটা ছোটখাটো বাড়ী ভাড়া লইয়া, আলাদিন প্রদীপটা কোথায় রাখে গণিতে বসিয়া গেল। গণিয়া দেখিল,—প্রদীপ আলাদিন বাড়ীর ভিতরেই রাখে,—নিজের কাছে রাখে না। ইহা জানিয়া যাদুকরের একটু ভরসা হইল, তবে হয়ত বা কোনও ফাঁকে উহা হস্তগত করা যাইবে। সে সুযোগও তাহার শীগ্‌গীরই জুটিয়া গেল।

যাদুকর চীনে যাওয়ার দুই-তিন দিন পরেই আলাদিন অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে দূরে চলিয়া গেল। সেই খবর জানিয়া যাদুকর একদিন অনেকগুলি তামার নূতন প্রদীপ খরিদ করিয়া, রাস্তায় ফেরি করিতে বাহির হইল। সারা শহর ঘুরার তো তাহার কোন দরকার নাই,—সে আলাদিনের বাড়ীর কাছের রাস্তা দিয়াই একটু পরে পরে চীৎকার করিতে লাগিল—"চাই, পুরান চেরাগের বদলে নয়া চেরাগ, দাম লাগিবে না;—চাই চেরাগ।" রাস্তার যত দুষ্ট ছেলে ফেরিওয়ালার পিছন



নিয়া তাহাকে ভেঙাইতে ভেঙাইতে চলিল। কাজেই ফেরিওয়ালার চীৎকারের সঙ্গে ছেলেদের নানান সুরের চীৎকার মিলিয়া রাস্তায় বেশ একটা গোল পাকাইয়া উঠিল।

আলাদিনের বাড়ীর কাছে আসিলে গোলমালটা আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। শাহ্‌জাদী বেদ্‌রোলবেদর চেঁচামেচি শুনিয়া এক বাঁদীকে ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। বাঁদী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "কোথাকার এক পাগল ফেরিওয়ালা নূতন প্রদীপের বদলে পুরানো প্রদীপ দিবে বলিয়া চীৎকার করিতেছে, আর ছেলেগুলি তাহার পিছনে পিছনে হল্লা করিতেছে। ও কিছু নয়।"

আর একজন বাঁদী এই কথা শুনিয়া একটা পুরানো প্রদীপ লইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই তাকের উপর এই পুরানো প্রদীপটা পড়িয়া রহিয়াছে, কেউ তো এইটা ব্যবহারও করে না, ইহার বদলে একটা নূতন প্রদীপ আনিলে হয় না ?"

শাহ্‌জাদী সেই প্রদীপের গুণ ত কিছুই জানে না।

কাজেই সে চট্ করিয়া উহা বদলাইয়া আনিবার হুকুম দিল। যাদুকর প্রদীপ দেখিয়াই চিনিতে পারিল। তখন তাহার মনে কি যে আনন্দ হইল, তাহা তোমরা বুঝিতেই পার। সে মনের ভাব অতি কষ্টে গোপন করিয়া, আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপটি নিয়া একটা নূতন প্রদীপ দিয়া প্রস্থান করিল। লোক দেখানোর জন্য আরও কতদূর পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়া সে একটা নির্জ্জন জায়গায় প্রদীপের ঝুড়িটা ফেলিয়া রাখিল। তারপর কেবল ঐ অদ্ভূত প্রদীপটা লইয়া শহরের বাহিরে এক প্রকাণ্ড মাঠে একটা গাছের নীচে আসিয়া বসিল।

সেখানে বসিয়া কতকক্ষণ বিশ্রাম করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে তখন প্রদীপে দিল এক ঘষা— অমনি দৈত্যটা উপস্থিত। যাদুকর তাহাকে হুকুম দিল, "যাও, প্রথমে তাড়াতাড়ি খাবার লইয়া আইস ; তারপর একটু বেশি রাত্রে এই শহরের মধ্যে যে একটা চমৎকার বাড়ী তৈরি করিয়াছ, ঐ বাড়ীটা সব জিনিসপত্র লোকজন সমেত আফ্রিকায় লইয়া যাইবে ; সেই সঙ্গে আমাকেও এখান হইতে উঠাইয়া নিবে, বুঝিলে ত ?"

আদেশ পাওয়া মাত্র দৈত্য যাদুকরকে প্রচুর খাবার আনিয়া দিল। যাদুকর সেগুলি খাইয়া দৈত্যের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুপুর রাত্রে দৈত্য আলাদিনের সেই সুন্দর বাড়ী লোকজন জিনিসপত্র—সব সমেত লইয়া আসিল, এবং পথ হইতে যাদুকরকে উঠাইয়া শন্-শন্ করিয়া আফ্রিকায় যাদুকরের কথামত রাখিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে বাদশাহ্ সকালে উঠিয়া আলাদিনের বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখেন—বাঃ, বাড়ীঘরের কোন চিহ্নও ত সেখানে নাই,—কেবল প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করিতেছে! প্রথমে তিনি বুঝিতেই পারিলেন না—ইহা কি স্বপ্ন না সত্য। তিনি বার বার চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া ওদিকে চাহিলেন,—বাড়ী থাকুক, একখানা ইটও ওদিকে দেখা যায় না! বাদশাহ্ তখন উজীরকে ডাকিয়া ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া জবাব দিল, "শাহান্‌শাহ্, আমি ত আগেই বলিয়াছিলাম, মানুষের কাজ নয় এক রাত্রির ভিতর এমন একটা বাড়ী তৈরি করা;—এ নিশ্চয়ই ভোজবাজির কাজ! যাদুর

জোরেই উহা তৈরি হইয়াছিল, আবার যাদুর বলেই উহা উড়িয়া গিয়াছে। এখন আর উহার জন্য ভাবিলে কি হইবে!"

বাদশাহের মনে তখন মেয়ের জন্য বিষম চিন্তা আসিয়াছে; তিনি উজীরকে একটা ধমক দিয়া বলিলেন, "কি বল তুমি? মেয়ের জন্য ভাবিব না! কই সে পাপিষ্ঠ কোথায়? সে কি তার যাদুবিদ্যা জাহির করার আর জায়গা খুঁজিয়া পাইল না? যত শীঘ্র পার তাহাকে বন্দী করিয়া আমার কাছে লইয়া আইস।"

বাদশাহের আদেশ পাইয়া প্রহরীরা আলাদিনকে ধরিয়া আনিতে ছুটিল। এদিকে আলাদিনও মৃগয়া শেষ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে রাজধানীতে ফিরিতেছিল, পথে বাদশাহের প্রেরিত সিপাহীদের সঙ্গে তার দেখা হইল। সিপাহীরা তাহাকে বাদশাহের আদেশ জানাইয়া, বন্দী করিয়া লইয়া আসিল।

আলাদিন একেবারে অবাক্, সে এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানে না। সে হঠাৎ নিজের বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, বাঃ! তাহার বাড়ী কোথায়?

সেখানে যে তেপান্তরের মাঠ! ব্যাপার বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না। কিন্তু সে কি করিবে? সে যে সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিয়াছে! কোথায় সে অদ্ভুত প্রদীপ আর কোথায় বা শাহ্‌জাদী! ইহা যে সমস্তই সেই আফ্রিকা দেশীয় যাদুকরের কাজ, তাহা আলাদিন বেশ বুঝিতে পারিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, যে ভাবেই হউক আবার সেই আশ্চর্য্য প্রদীপটা হস্তগত করিবে।

আলাদিন এইরূপ ভাবিতেছে, তখন বাদশাহ্‌ বিষম রাগিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ওরে পাপিষ্ঠ! তুই কি ভোজবাজি দেখাইবার আর জায়গা পাইলি না? অবশেষে আমার রাজ্যে আমাকেই ঠকাইয়াছিস্? তুই কি জানিস্ না যে তুই সাপ লইয়া খেলা করিয়াছিস্? শীঘ্র বল্ আমার মেয়ে কোথায়? আর তোর সেই অলীক বাড়ীটাই বা কোথায় গেল? যদি প্রাণে বাঁচিতে চাস্, সব সত্যকথা বল্, আর যেখান হইতে পারিস্ আমার মেয়েকে আনিয়া দে, নতুবা তোর প্রাণদণ্ড হইবে।"

আলাদিন ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, "জাহাঁপনা,

একমাত্র আমার দোষেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। আপনি আমাকে চল্লিশ দিনের সময় দিন্। যদি ইহার মধ্যে খোঁজ করিয়া সব বাহির করিতে না পারি, তবে আমাকে যা' আপনার খুশী তাহাই করিতে পারিবেন। যদি অনুমতি করেন, তবে একবার খুঁজিয়া দেখিতে পারি। আমি চল্লিশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আবার ফিরিয়া আসিব।"

বাদশাহ্ আর কি করেন, অগত্যা আলাদিনের কথায়ই তাঁহাকে রাজী হইতে হইল!

আলাদিনের এখন বড়ই দুরবস্থা হইল। সে যে কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে, কোথায় গেলে যে তাহার বিনষ্ট সম্পদ আবার ফিরিয়া পাইবে, তাহাই সে দিনরাত্রি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সে পাগলের মত হইল। কিন্তু চীনদেশের রাজধানীতে থাকিয়া খোঁজ নেওয়া বৃথা, সুতরাং দূরদেশে খোঁজ করিতে হইবে, এই মনে করিয়া সে একদিন প্রাতঃকালে রাজধানীর বাহিরে আসিয়া পড়িল।

সমস্ত দিন হাঁটিয়া আলাদিন পথশ্রমে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার এমন ক্ষুধা লাগিয়াছিল যে, সে আর চলিতে পারে না। অবশেষে ঠিক সন্ধ্যার সময় সে এক নদীর ধারে বিশ্রাম করিতে বসিল। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন এতই খারাপ হইয়া গেল যে, সে নদীর জলে ডুবিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত

হইল। সে ঘাটের সিঁড়ি হইতে জলে ঝাঁপ দিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহার হাতের আংটির সহিত ঘাটের পাথরের ঘষা লাগিল। যেমনি ঘষা লাগা আর দেখিতে দেখিতে আংটির দৈত্য উপস্থিত! ইহার কথা আলাদিন ভুলিয়াই গিয়াছিল। এ দৈত্যটাকে আলাদিন আগে একবার মাত্র দেখিয়াছে। আশ্চর্য্য প্রদীপ নিয়া আসার পর যখন যাদুকর তাহাকে সুড়ঙ্গের মধ্যে বদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তখন এই আংটির দৈত্যই তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

দৈত্যকে উপস্থিত দেখিয়া আলাদিন তাহাকে বলিল, "আমি বড়ই ক্ষুধায় কাতর, আগে আমাকে কিছু খাবার আনিয়া দেও। আমার যে বড় বাড়ীটা ছিল সেটা কোথায় গেল, জান? তাড়াতাড়ি বাড়ীটাকে ঠিক আগেকার জায়গায় আনিয়া বসাইয়া দেও।"

দৈত্য চলিয়া গেল, অল্পকাল পরেই আলাদিনের জন্য খাবার লইয়া আসিয়া বলিল, "তোমার সে বাড়ীটা আগের জায়গায় নেওয়ার আমার কোন ক্ষমতা নাই। এ ক্ষমতা আছে কেবল সেই আশ্চর্য্য প্রদীপের দৈত্যের। কিন্তু

আলাদিনের এখন বড়ই দুরবস্থা হইল। সে যে কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে, কোথায় গেলে যে তাহার বিনষ্ট সম্পদ আবার ফিরিয়া পাইবে, তাহাই সে দিনরাত্রি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সে পাগলের মত হইল। কিন্তু চীনদেশের রাজধানীতে থাকিয়া খোঁজ নেওয়া বৃথা, সুতরাং দূরদেশে খোঁজ করিতে হইবে, এই মনে করিয়া সে একদিন প্রাতঃকালে রাজধানীর বাহিরে আসিয়া পড়িল।

সমস্ত দিন হাঁটিয়া আলাদিন পথশ্রমে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার এমন ক্ষুধা লাগিয়াছিল যে, সে আর চলিতে পারে না। অবশেষে ঠিক সন্ধ্যার সময় সে এক নদীর ধারে বিশ্রাম করিতে বসিল। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন এতই খারাপ হইয়া গেল যে, সে নদীর জলে ডুবিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত

হইল। সে ঘাটের সিঁড়ি হইতে জলে ঝাঁপ দিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহার হাতের আংটির সহিত ঘাটের পাথরের ঘষা লাগিল। যেমনি ঘষা লাগা আর দেখিতে দেখিতে আংটির দৈত্য উপস্থিত! ইহার কথা আলাদিন ভুলিয়াই গিয়াছিল। এ দৈত্যটাকে আলাদিন আগে একবার মাত্র দেখিয়াছে। আশ্চর্য্য প্রদীপ নিয়া আসার পর যখন যাদুকর তাহাকে সুড়ঙ্গের মধ্যে বদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তখন এই আংটির দৈত্যই তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

দৈত্যকে উপস্থিত দেখিয়া আলাদিন তাহাকে বলিল, "আমি বড়ই ক্ষুধায় কাতর, আগে আমাকে কিছু খাবার আনিয়া দেও। আমার যে বড় বাড়ীটা ছিল সেটা কোথায় গেল, জান? তাড়াতাড়ি বাড়ীটাকে ঠিক আগেকার জায়গায় আনিয়া বসাইয়া দেও।"

দৈত্য চলিয়া গেল, অল্পকাল পরেই আলাদিনের জন্য খাবার লইয়া আসিয়া বলিল, "তোমার সে বাড়ীটা আগের জায়গায় নেওয়ার আমার কোন ক্ষমতা নাই। এ ক্ষমতা আছে কেবল সেই আশ্চর্য্য প্রদীপের দৈত্যের। কিন্তু

বাড়ীটা একেবারে বহুদূরে আফ্রিকা দেশে চলিয়া গিয়াছে। এগুলি সবই আফ্রিকার সেই চতুর যাদুকরটার কারসাজি।" আলাদিন খাইয়া একটু সুস্থ হওয়ার পর আবার দৈত্যকে বলিল, "তাহা হইলে তাড়াতাড়ি আমাকে এখন শাহ্‌জাদী বেদ্‌রোলবেদর যেখানে আছেন, ঠিক সেইখানে রাখিয়া আইস।"

দৈত্য তৎক্ষণাৎ আলাদিনকে লইয়া আফ্রিকায় আলাদিনের সেই বাড়ীটার কাছে চলিয়া আসিল, এবং শাহ্‌জাদী বেদ্‌রোলবেদর যে ঘরে শয়ন করিত, ঠিক সেই ঘরের বিছানায় রাখিয়া আসিল।

এদিকে শাহ্‌জাদী পিতামাতা ও স্বামীর চিন্তায় অস্থির! এ আবার কোথায় আসিলাম! জীবনে আর বুঝি কখনও পিতামাতা বা স্বামীকে দেখিতে পাইব না— শাহ্‌জাদী সকল সময়ই এরূপ ভাবনা ভাবিত। ভাবিতে ভাবিতে সে অস্থির হইয়া পড়িত। সময় সময় প্রবোধ দিবার জন্য যাদুকর আসিয়া তাহাকে বুঝাইত, কিন্তু শাহ্‌জাদী তাহাতে প্রবোধ মানা তো দূরের কথা, ভয়ে আরও মুষড়াইয়া পড়িত।

সেদিন যাদুকর কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল। সে রাত্রিতে আর বাড়ী আসিল না। পরদিন তাহার আসিবার কথা। দৈত্য যে সময় আলাদিনকে লইয়া আফ্রিকায় শাহ্‌জাদীর শয়ন-ঘরে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন গভীর রাত্রি। সে বাড়ীর সকলেই তখন ঘুমাইয়া আছে, শাহ্‌জাদীও তখন ঘুমাইতেছিল। ঘরে রত্নময় বেদীর উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। আলাদিন শাহ্‌জাদীর পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মধ্যরাত্রে শাহ্‌জাদী বেদ্‌রোলবেদরের ঘুম ভাঙ্গিল। সে হঠাৎ জাগিয়া দেখিল, পাশেই স্বামী ঘুমাইতেছে! সে তৎক্ষণাৎ স্বামীকে জাগাইল, কেমন করিয়া দুইদিনের মধ্যে সে এত দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল।

আলাদিন বলিল, "আমার হাতে যে আংটি আছে, সেই আংটির দৈত্যটার সাহায্যে এখানে আসিয়াছি। তুমি বোধ হয় জান যে, আংটির দৈত্যই একবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল।"

সে রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আলাদিন শাহ্‌জাদীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি শিকারে

যাওয়ার সময় বাড়ীতে যে একটি অপরিষ্কার প্রদীপ রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে প্রদীপটা কোথায় ? সেই মায়াবী আজ আসিবে কিনা ? সেই প্রদীপটা সে কোথায় রাখে ? তুমি এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ, শুধু তোমার দোষেই আজ আমাদের এই বিপদ উপস্থিত ! যাউক, আমি সেজন্য চিন্তা করি না। যখন একবার তোমার খোঁজ পাইয়াছি, তখন যে ভাবেই হউক তাড়াতাড়ি তোমাকে উদ্ধার করিবই করিব।”

শাহ্‌জাদী বলিল, “আমারই সত্যি দোষ। যদি আমি নূতন প্রদীপের লোভে পুরানো বাতিটা না বেচিতাম, তবে এ বিষম অনর্থ ঘটিত না। তুমি যখন একবার আসিয়াছ, তখন আর আমি কোন ভয় করি না। কিন্তু একটা বিষয় ভাবিয়া আমার বড় আশা হইতেছে না। সেই প্রদীপটা আবার হস্তগত করা বড় কঠিন কাজ। যাদুকর সেটাকে সর্ব্বদা তাহার জামার নীচে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখে।”

আলাদিন বলিল, “তোমার কোন চিন্তা নাই, কাল রাত্রিতেই আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইব। কিন্তু তাহার আগে তোমার অনেকখানি কাজ করিতে হইবে।

কাল রাত্রিতে যাতুকর যখন তোমার নিকট আসিবে, তখন তাহাকে একটু সরবৎ খাইতে দিও। আমি কাল এক সময় আসিয়া তোমাকে বিষের গুঁড়া দিয়া যাইব। তুমি সে গুঁড়াটুকু দিনের বেলায়ই কোন অবসরে সরবতের সঙ্গে মিশাইয়া রাখিও। ঐ সরবৎ খাওয়া মাত্র সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইবে, তখন আমরা তাহার জামার নীচ হইতে প্রদীপটা নিতে পারিব, এবং এ উপায়ে আমাদেরও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" এই বলিয়া আলাদিন সে রাত্রির মত বিদায় হইল।

আলাদিন পরের দিন আসিয়া গুপ্তভাবে শাহ্‌জাদীকে কতকগুলি বিষের চূর্ণ দিয়া গেল এবং সে রাত্রিতে আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল। শাহ্‌জাদী চমৎকার এক-গ্লাস সরবতের মধ্যে ঐ তীব্র বিষ মিশাইয়া রাখিয়া রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে যাতুকর রাত্রিতে শাহ্‌জাদীর শয়ন-ঘরে আসিয়া নানারূপ গল্পগুজব করিতে লাগিল। কথার ছলে শাহ্‌জাদী তাহাকে সেই বিষমিশ্রিত সরবৎ খাইতে দিল। যেমনি সে সরবৎ খাওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে যাতুকর

একেবারে তখন-তখনই চলিয়া পড়িল। আলাদিন সেই অবসরে আসিয়া মায়াবীর বুকের কাছ হইতে প্রদীপটা হস্তগত করিল। প্রদীপে ঘষা দেওয়া মাত্রই দৈত্য আসিয়া হাজির। আলাদিন তাহাকে বলিল, "তাড়াতাড়ি এই বাড়ীটা আগে যেখানে ছিল, সেখানে লইয়া চল।" আজ্ঞা মাত্র দৈত্য সে বাড়ীটাকে আবার আগের জায়গায় লইয়া গেল।

পরের দিন প্রাতঃকালে বাড়ীটা যথাস্থানে দেখিয়া বাদশাহের তাক্ লাগিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ আলাদিন ও মেয়ের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া আলাদিনকে ক্ষমা করিলেন। আলাদিনের আনন্দ দেখে কে? আবার আগের মতই দেশময় তাহার নাম ছড়াইয়া পড়িল।

এত আনন্দের মধ্যেও সেই যাদুকরের ছোট ভাই আলাদিনকে একবার বিষম বিপদে ফেলিয়াছিল। আলাদিন তাহার ভাইকে মারিয়া ফেলিয়াছে, এজন্য সেও তাহার সমুচিত প্রতিশোধ লইবার জন্য যাদুবিদ্যার জোরে এক স্ত্রীলোক সাজিল, এবং বুকের মধ্যে এক

ধারাল ছুরি লুকাইয়া রাখিয়া আলাদিনের বাড়ীতে দাসীগিরি করিতে শুরু করিল। তাহার ফন্দী ছিল একটু কায়দার মধ্যে পাইলেই আলাদিনের বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে। কিন্তু সে যে বাস্তবিক স্ত্রীলোক নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা ছুরি সর্ব্বদাই লুকান আছে, এবং সে যে তাহাকেই মারিয়া ফেলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে, আলাদিন এসব বিষয় প্রদীপের দৈত্যের সাহায্যে ভালরূপ জানিতে পারিয়াছিল। এজন্য আলাদিন সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিত।

একদিন ঘুমের সময় বাস্তবিকই সে আলাদিনের বুকে ছুরি বসাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় শাহ্‌জাদী বেদ্‌রোলবেদরের চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে জাগিয়াই দেখে পাশে ছোরা হাতে সেই মায়াবী! আলাদিন চক্ষের পলকে ছোরাসমেত তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, আর অন্য হাতে আর একটা ছোরা তাহার বুকে আমূল বসাইয়া দিল। মায়াবী তখন তখনই মরিয়া গেল।

মায়াবী মারা যাওয়ার পর আলাদিনের আর কোন

বিপদ হয় নাই। আশ্চর্য্য প্রদীপের গুণে দিন দিন তাহার নাম ও যশঃ চারিদিকে বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চীনদেশে তাহার মত ধনী, দাতা ও সজ্জন আর ছিল না।

কিছুদিন পরে চীনের বাদশাহ্ মারা গেলেন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায়, তাঁহার মৃত্যুর পর আলাদিনই চীনের বাদশাহ্ হইয়া পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

—শেষ—